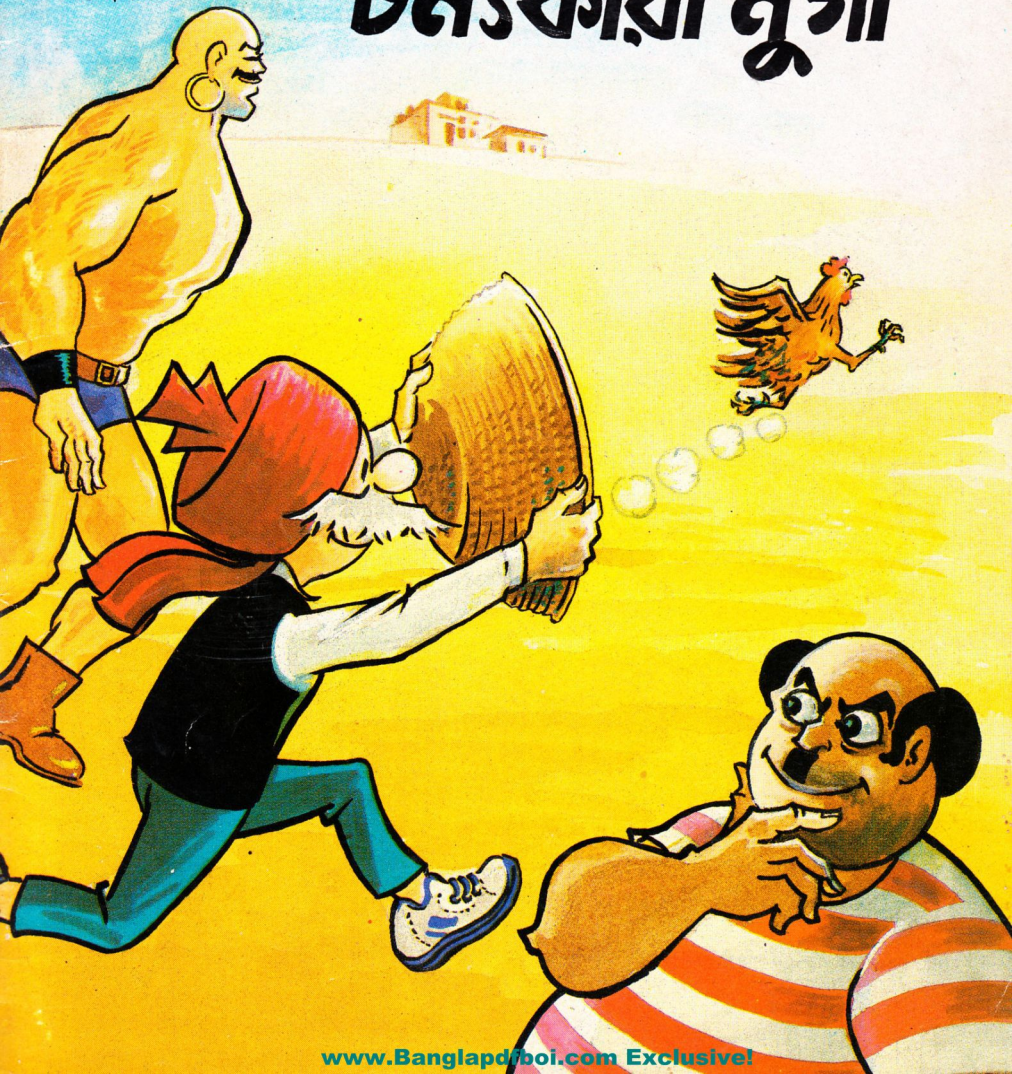
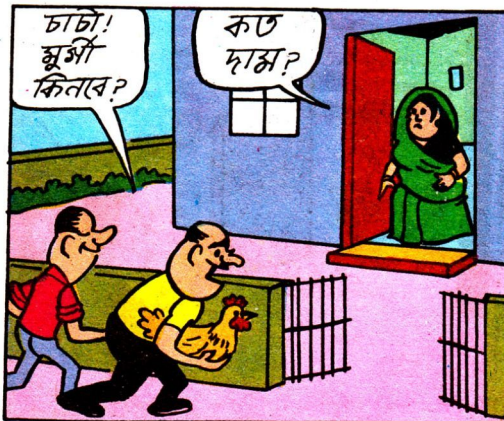
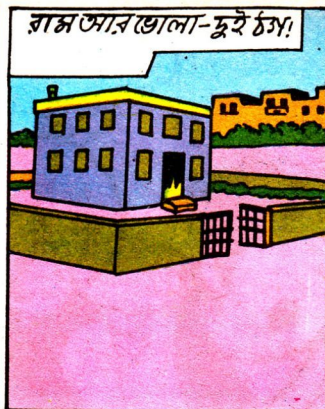
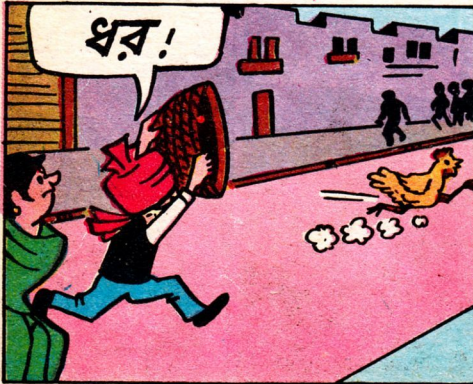
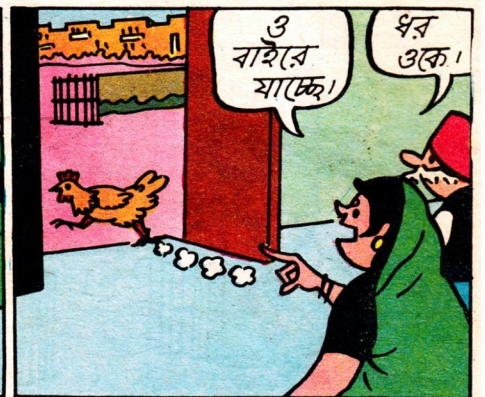
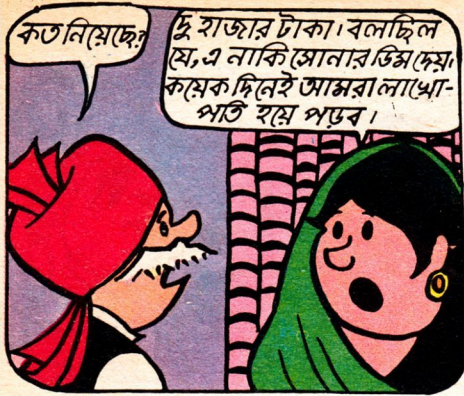


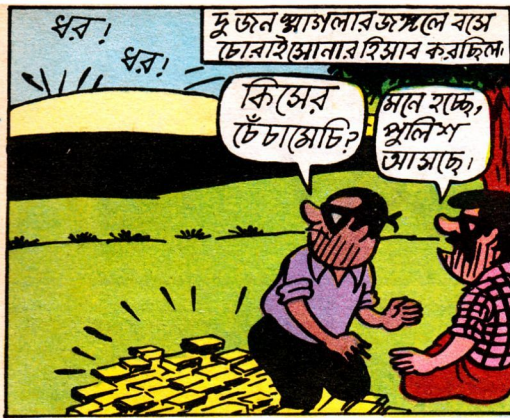


পাগ  
**চাচা চৌধুরী** আর  
**চমৎকারী মূর্গা**











# চাচা চৌধুরী প্রস্তুত

দুই বেকার বকু এ্যাডভেঞ্চারে বেরোবে বলে ঠিক করল—

চম্বত! এই বেকারী ছুর না হলে আমি পৃথিবী থেকেই বিদায় নিয়ে চলে যাব!

চিন্তা কোর না, সম্বত! আমার চাকুর্দা যে পঞ্চাশ মিনিটার জম্মি রপ্তে গেছেন, ওটা আমারদের কাজে আমারে,

বোকা! পরিপ্রম করতে পারলে এত দিন বেকার বঙ্গে থাকতাম?

আমি ঐ জম্মিতে হাল চালাব না, ওটা আমি বেচব।

কিন্তু ঐ বাঁজা জম্মি কে কিনবে?

চাচা চৌধুরী! এক টিলে দুই পাদ্মী মরবে, এক আমর বাঁজা জম্মি বেচবে আর দুই, চাচা চৌধুরীর বন্ধিমত্তার অর্থ; কারও ভেঙে দেব।



সবাই ঐ বুড়াকে ছেড়ে আমাদের  
বুদ্ধির প্রশংসা করতে শুরু করবে।

বাহ!

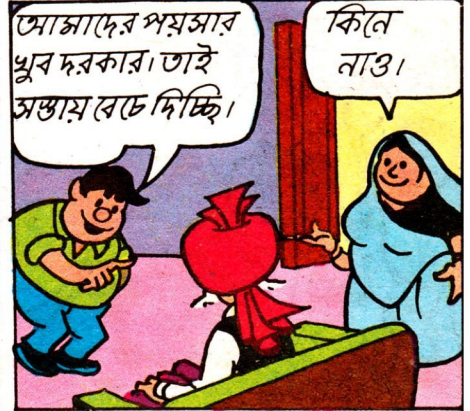


চৌধুরী! আমরা আপনার  
জন্য ভাল জিনিষ নিয়ে  
এসেছি।



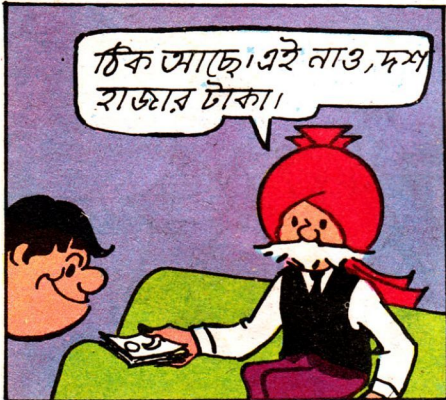
আপনি এক টুকরো জমি  
চাইছিলেন না? আমার  
দাদুর পঞ্চাশ মিটার জমি  
সোছে। ওটা আমরা দশ  
হাজার টাকায় বেচব।

কিন্তু....

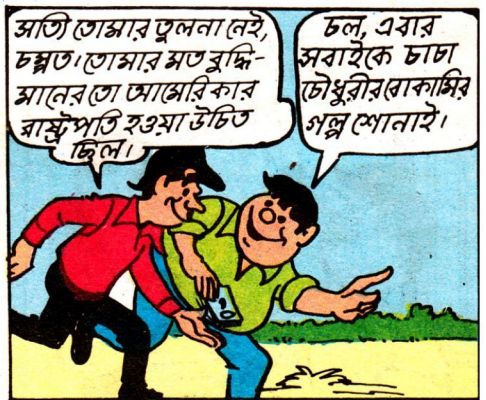


আমাদের পয়সার  
খুব দরকার। তাই  
সম্ভায় বেচে দিচ্ছি।

কিনে  
নাও।



ঠিক আছে। এই নাও, দশ  
হাজার টাকা।



অতি ভালোর তুলনায় নেই,  
চলত। তোমার মত বুদ্ধি-  
মানের তো আমরা কার  
রাস্তা পতি হওয়া উচিত  
ছিল।

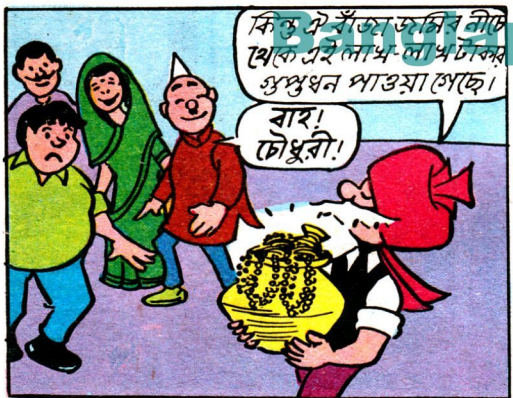
চল, এবার  
সবাইকে চাচা  
চৌধুরীর বাকামির  
গল্প শোনাই।



উপস্থিত ভদ্রমহিলী! আপনারা চাচা চৌধুরীকে অত্যন্ত  
বুদ্ধিমান মনে করেন, তাই না? আজ আমি ওকেও  
যেটা বানিয়ে পঞ্চাশটি টের  
ব্যাংক জমি দশ রাজার  
বোচছি।

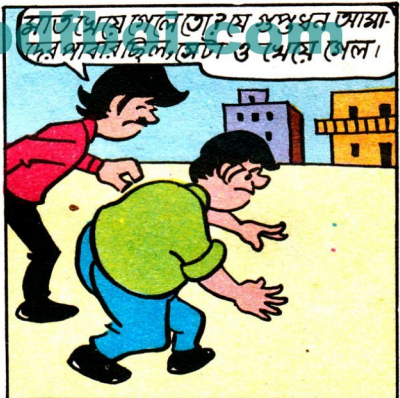
হা! হা!!

হো! হো!!



কিন্তু এই ব্যাংক জমির মীটে  
থেকে এই লোখ-লোখ টাকার  
গুপ্তধন পাওয়া গেছে।

বাব!  
চৌধুরী!

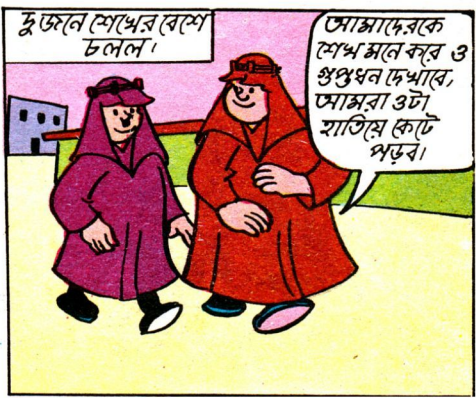


মোট খোঁসে গেলে তো? গুপ্তধন আমা-  
দের পার্বার ছিল, সেটা ও খোঁসে গেল।



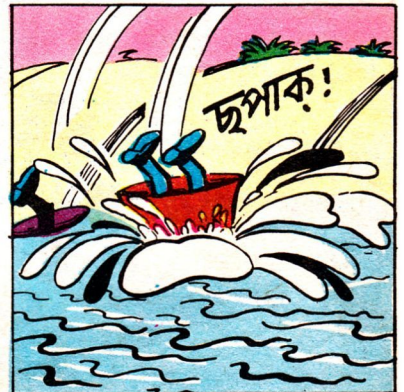
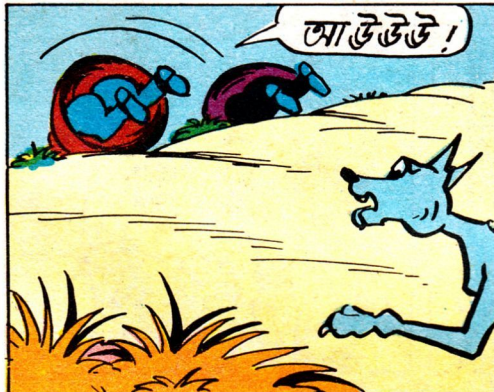
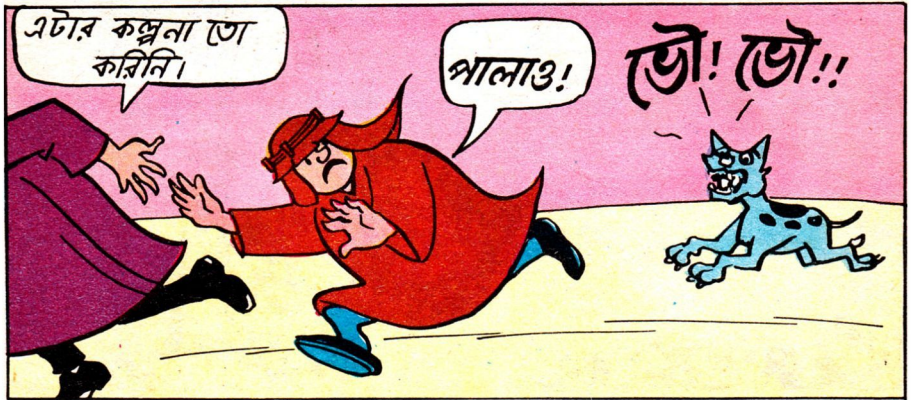
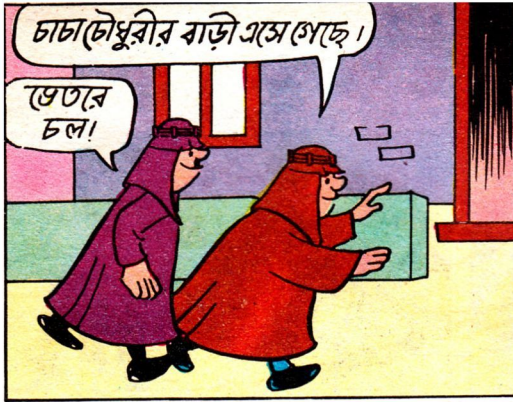
সম্মত! একটা স্ক্যান মাথায় এলো। যদি  
আমরা শেখায়ে চাচা চৌধুরীর কাছে  
ঘাই তো, এই গুপ্তধন হাতে পারি।

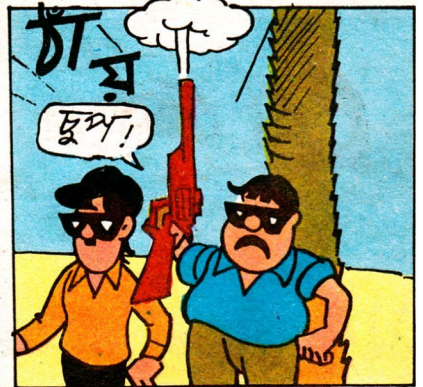
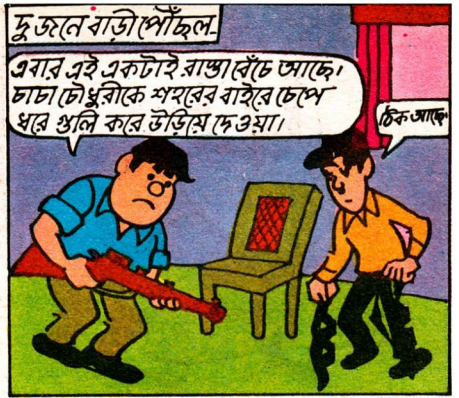
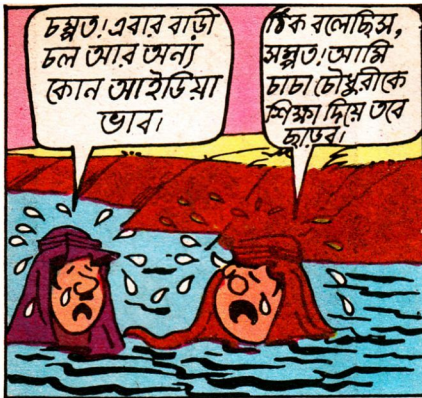
ঠিক  
সোছে!



দুজন শেখের বেশে  
চললে!

সোমাদেরকে  
শেখ মনে কর ও  
গুপ্তধন দেখাবে,  
সোমরা ওটা  
হাতিয়ে কেটে  
পড়ব।





খুলি চলতেই গাছ থেকে সব নারকেল ছিড়ে পড়তে লাগলো।

ওহো! এ কি? খুলি ফেটে গেল!

হা! হা!!

হায়! বাঁচও!

হায়! নারকেলের চোটে মাথায় আলু গজিয়ে গোল্ছে

প্রমত্ত! আমবা আবার মাত খেয়ে গেলো মা!

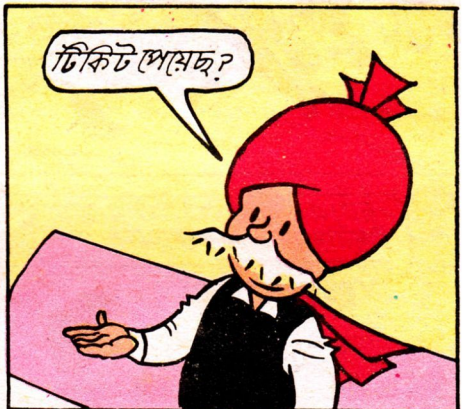
চাচাজী এক মিনিট দাঁড়ান!

চম্বত! এখন একটাই উপায়। চাচা চৌধুরীর কাছে মাফ চেয়ে নিই। ওকে হারানো সম্ভব নয়!

তোমাদের মাফ করে দিন। বেশ বদলে আমরা আপনাকে মারতে চেয়েছিলাম

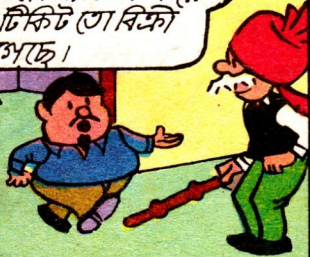
আমি সব জানি। এমন বোকামী চম্বত-সম্বত ছাড়া আর কে করতে পারবে?

এসো, আমি তোমাদের গুপ্তধন ফিরিয়ে দিচ্ছি। আশাকবি, এবার তোমরা উজ্জলোক হয়ে থাকবে।



টিস্টু সোশাক পাণ্ডে এল—

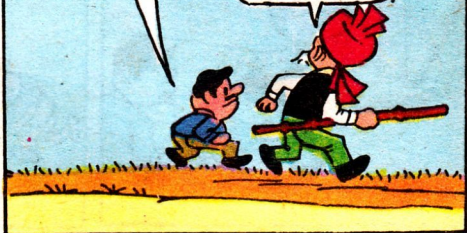
কিন্তু চাচাজী! ম্যাচ কি করে  
দেখব? অব টিকিট তো বিক্রী  
হয়ে গেছে।



ডুমি ম্যাচ দেখতে পাওয়া নিয়ে কথা।

কিন্তু ব্যাকে টিকিট  
কাটবন না।

একদম না।



ক্রিকেট মাঠের বাইরে—

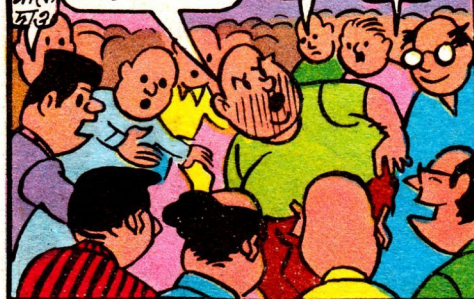
সোমি লেব।

আম্মাক  
দুই?

দশ টাকার টিকিট  
একশো টাকা।

সোমিও

সোম্মাকে  
দুই।



ভাই অব! আম্মার কাছে  
মাত্র দুটা টিকিট আছে  
আর কিনতে চাইছেন  
এত জন! সোমি টিকিট  
নিলান্ন করছি। যে অব  
আকে বেশী দাম দেবে  
টিকিট সে পারে।

একশো! অওয়াশো

দেড়শো!

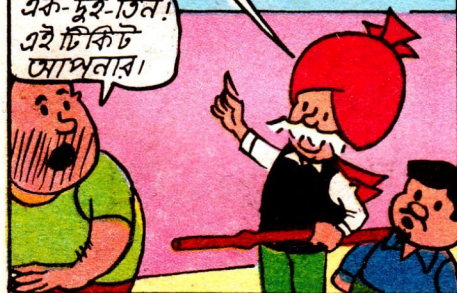
দুশো

তিনশো!



এক হাজার!

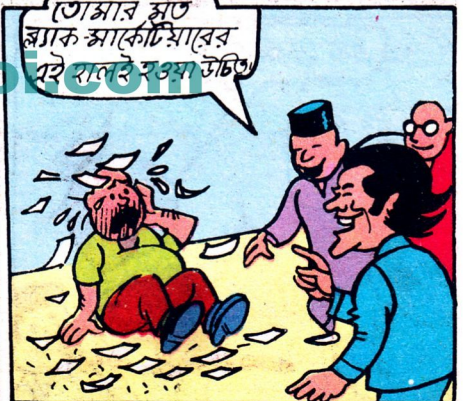
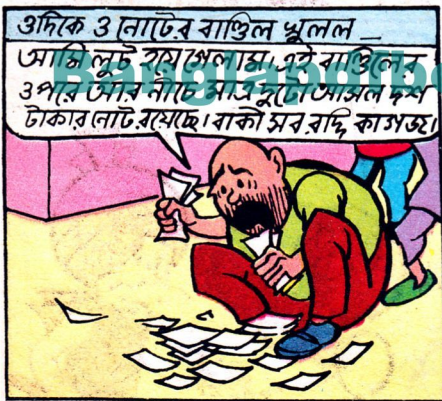
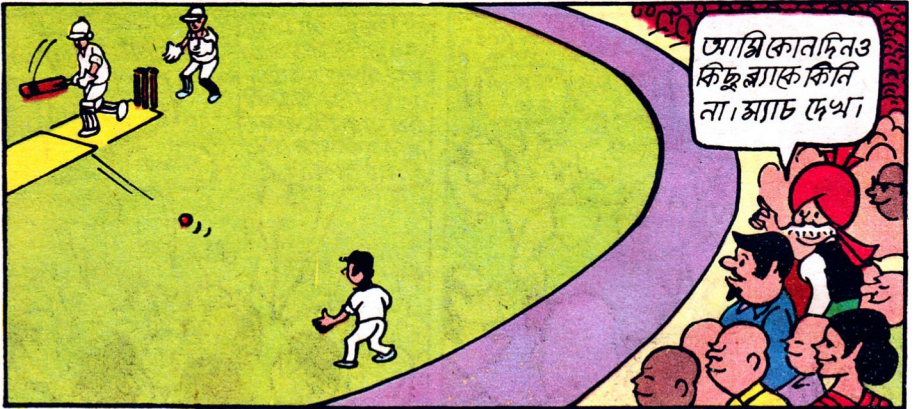
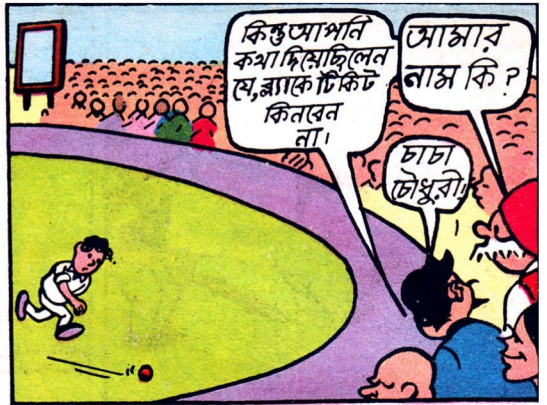
এক-দুই-তিন!  
এই টিকিট  
সোপনার।



এই নিন টিকিট।

এই হল দশ টাকার  
একশোটা নোটের বাণ্ডিল



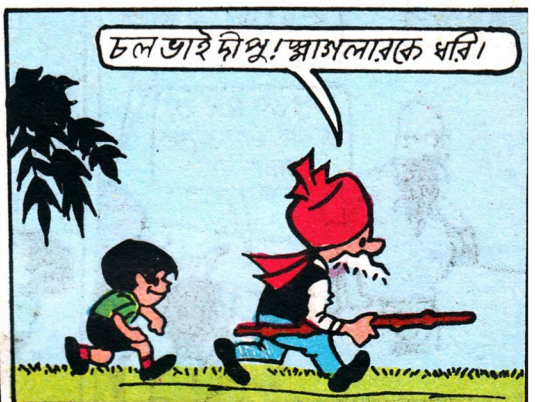




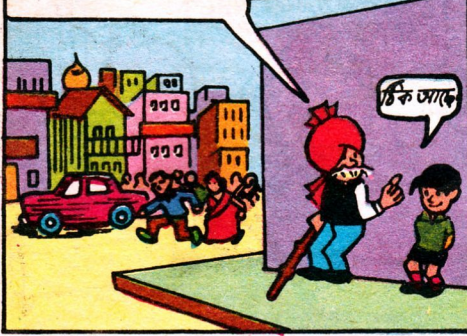
না, চাচাজী! উল্টে আমিই আপনার  
সাহায্য নিতে এলোছি। এটা হচ্ছে স্বাগলার  
বোগোর ফোটা। একে ধরতে পুলিশকে  
সাহায্য করুন।



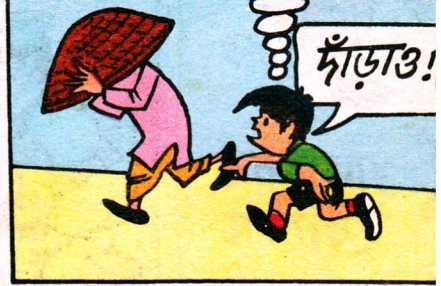
আপনি এর পেছনে পুলিশের চর  
লাগিয়ে দিন। এটিক ধরা পড়ে যাবে  
স্রেসব আম্মরা করে দেখে নিইছি  
বোগোটিক পালিয়ে যায়।



এখানে দাঁড়াও! সবার ওপর নজর রাখ।  
সন্দেহ হলেই ওকে চেপে ধরবে।



এই লোকটা মুখ ঢেকে  
যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এ  
স্বাভলার বাগে।



মুখ থেকে রুড়ি সরাতোই

ওহো! ইনি তো আমাদের  
প্রতিরোধী জ্ঞানচাঁদ বারু!  
কিন্তু আপনি মুখ ঢেকে  
যাচ্ছিলেন কেন?



ঐ দোকানদার আমার  
কাছে টাকা পায়।



মুখ ঢেকে চলা সবাই  
স্বাভলার হয় না।



একটু পরে-

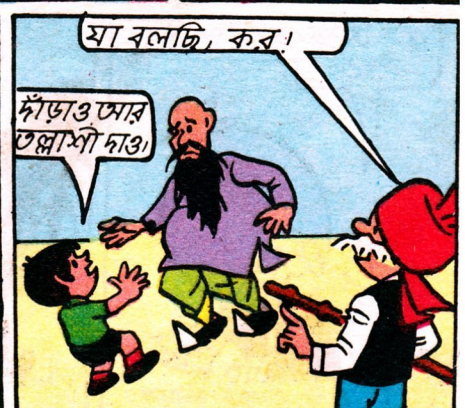
যাও দাঁপু! ঐ লোক-  
টাকে চেপে ধর।

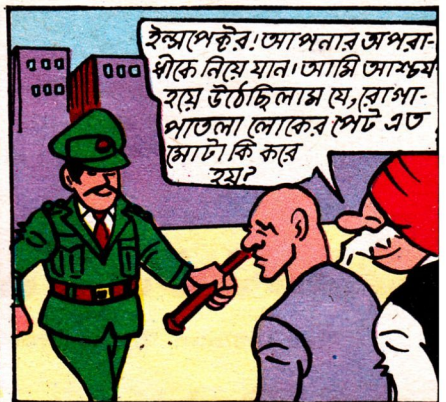
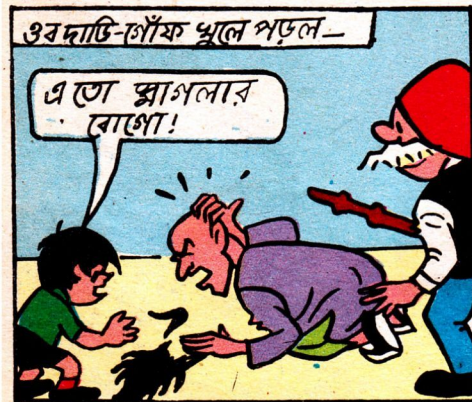
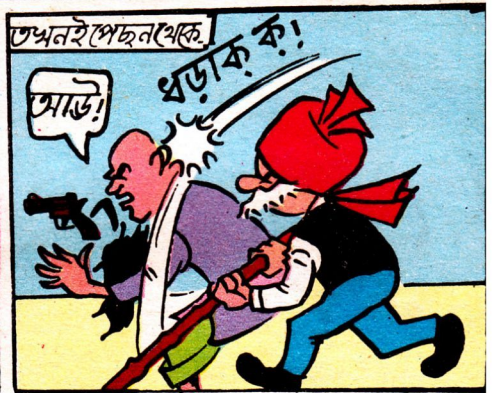
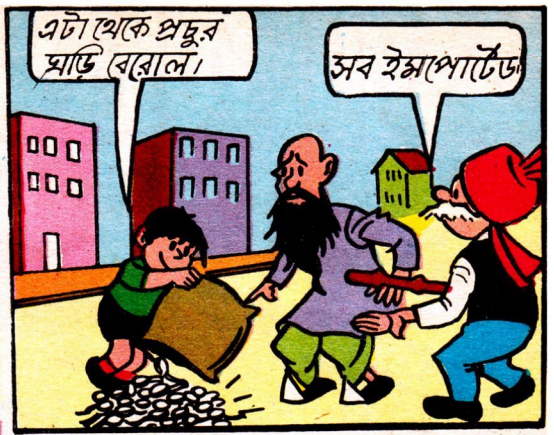
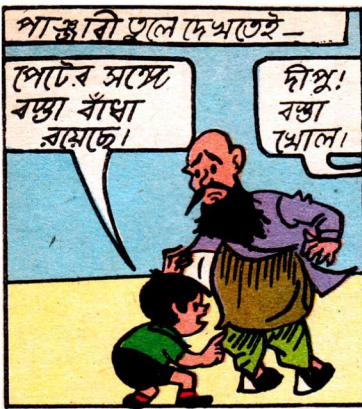
কিন্তু ওর মুখ তো  
সম্পরাধীর সঙ্গে  
মিলে না।

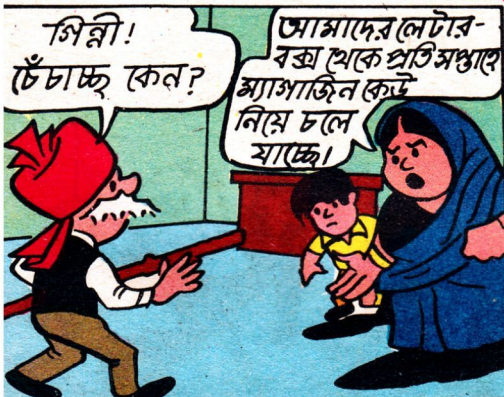
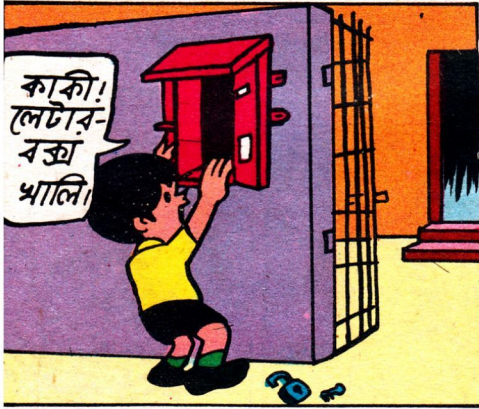
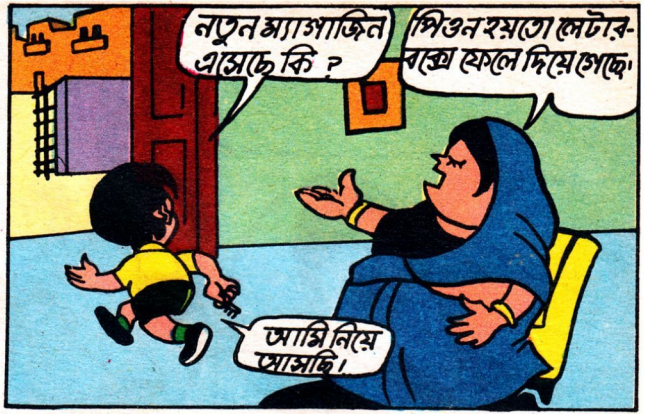


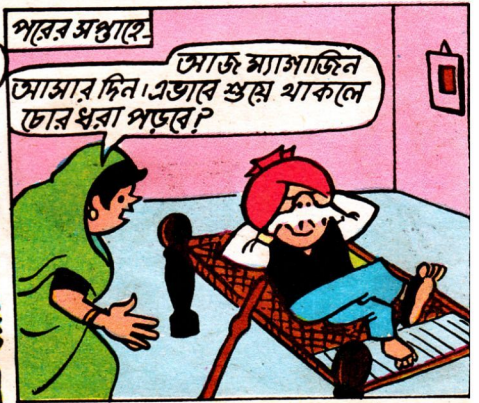
যা বলছি, কর!

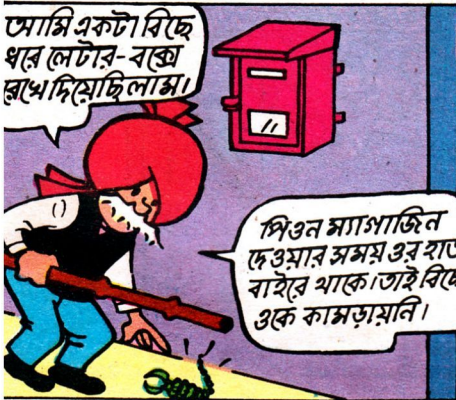
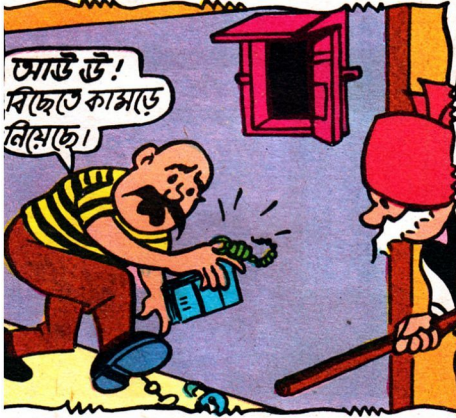
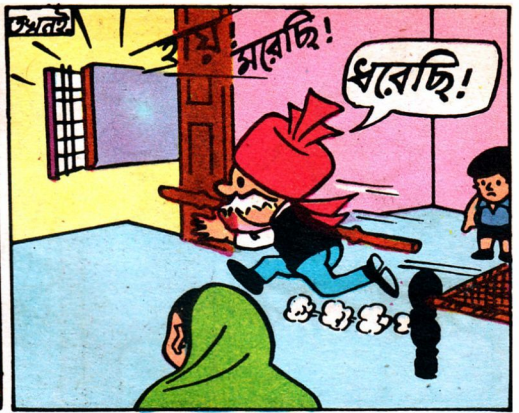
দাঁড়াও আর  
তল্লাশী দাও।

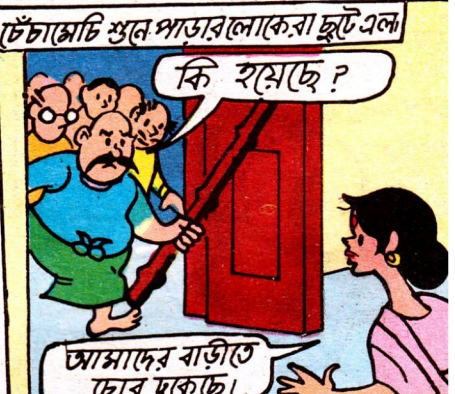
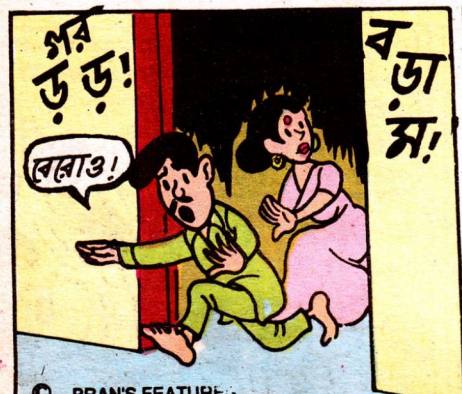
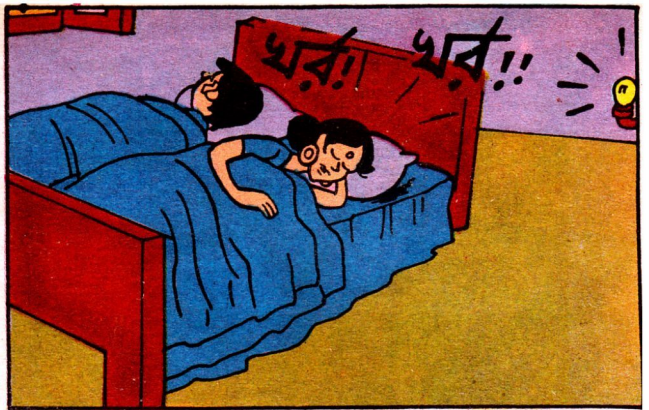


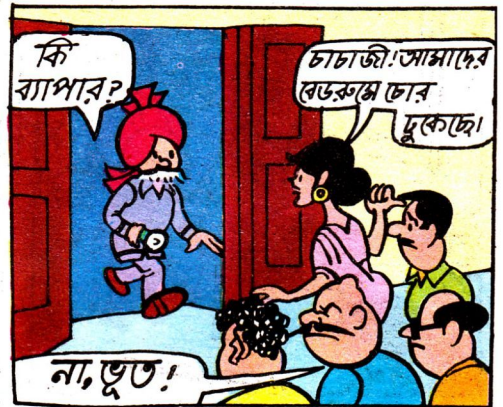
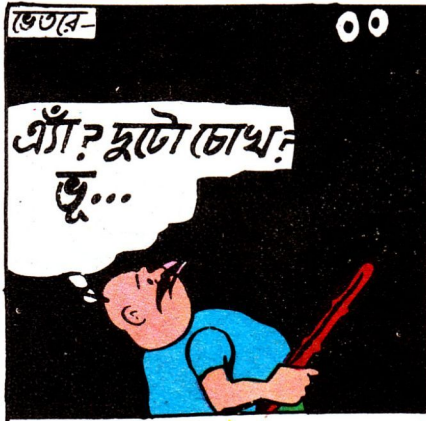
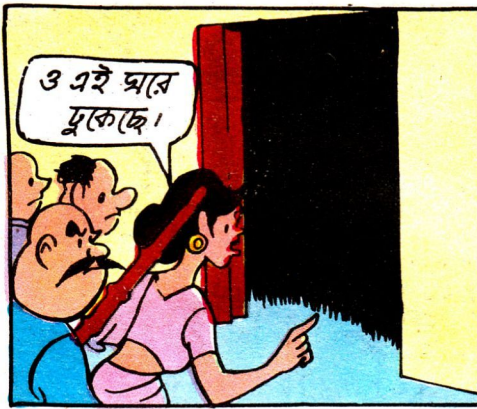














আমি গিয়ে দেখছি।



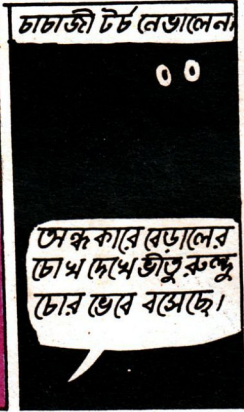
হা! হা!!



এম্মো আমার সঙ্গে!



ঐ যে তোমাদের চোর! ও খাবার খুঁজতে এম্মোছিল কোন বাসন নীচে বাস্তের ওপর পড়ায় বাস্ত ভেঙে যায় আর আলো চলে যায়!



চাচাজী টচ নেভালেন।

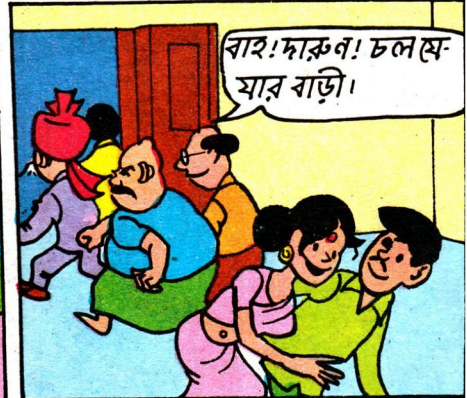
সেককারে বেড়ালের চোখ দেখে ডাঁতুরুদ্ধু চোর ভের বস্জেছে।



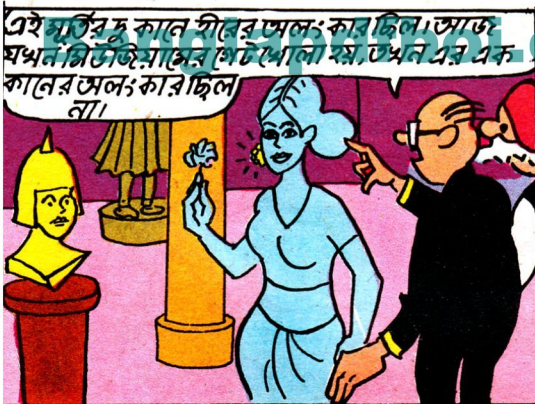
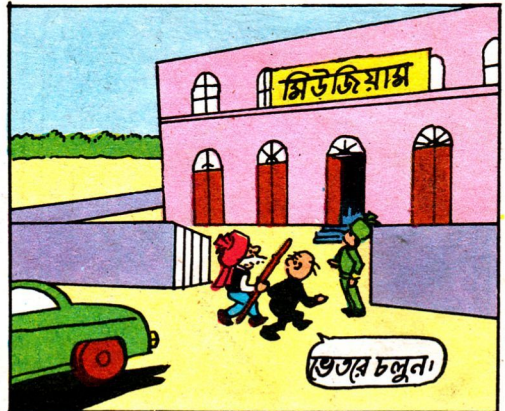
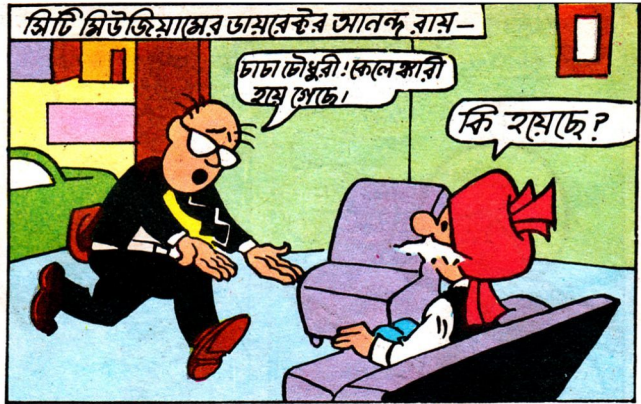
তাহলে আমার মাথায় আলু হল কি করে?



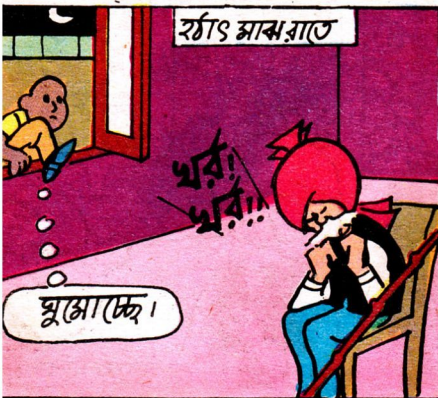
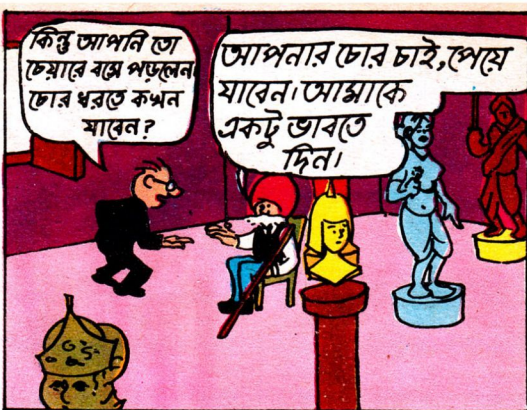
সেককারে ভয়পায়ে ছটে পালোবার সন্নয় এইলোহাটা তোমার মাথায় লাগে

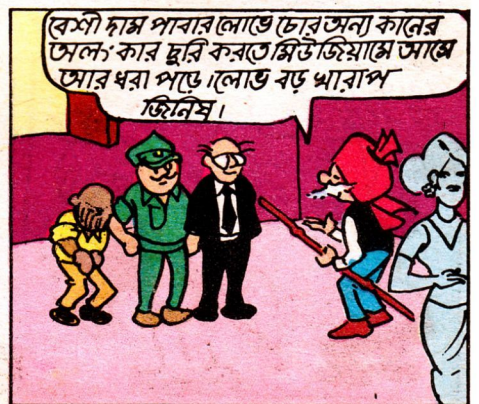
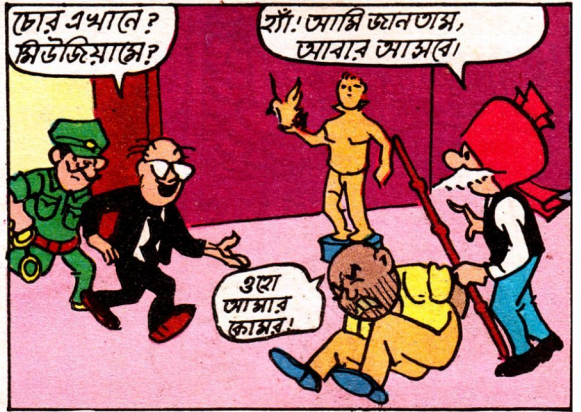
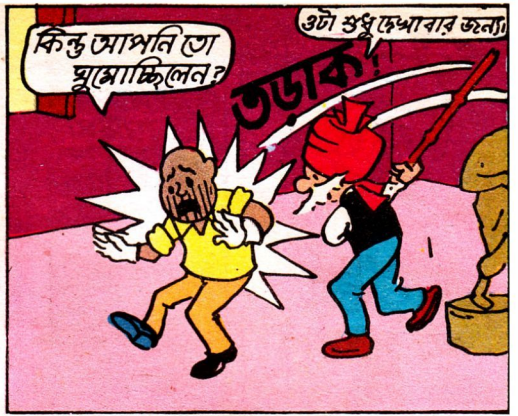


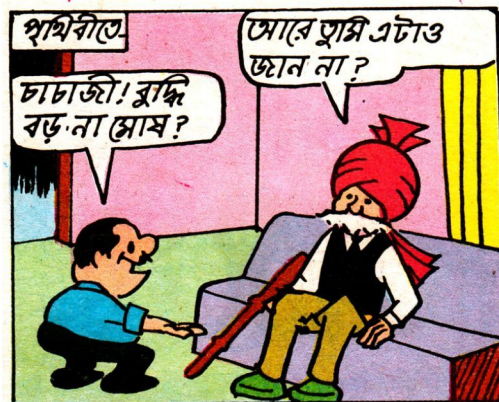
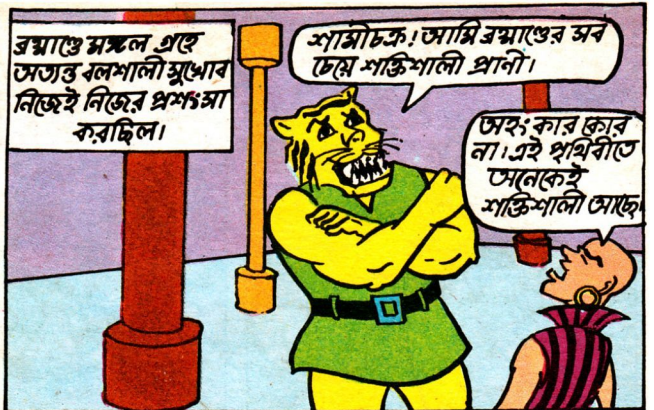
বাহ! দারুন! চল স্য-য়ার বাড়ী!

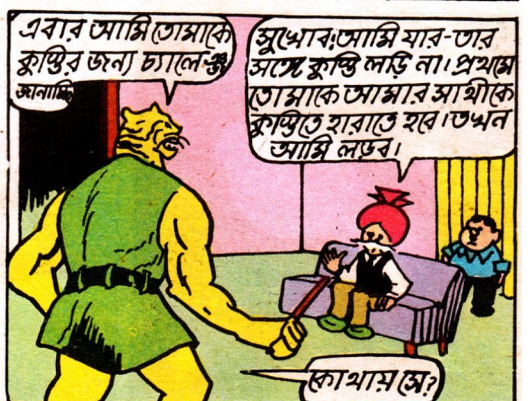
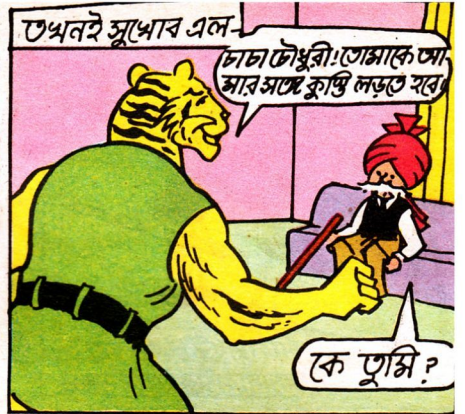


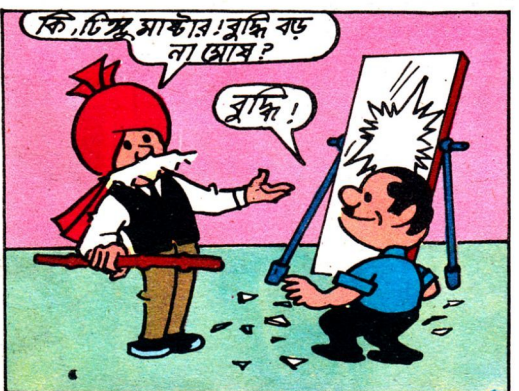
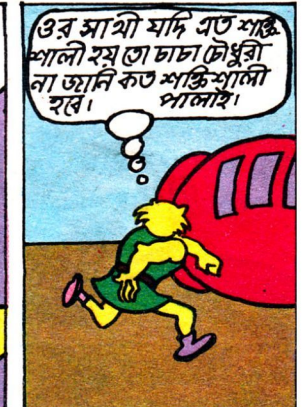
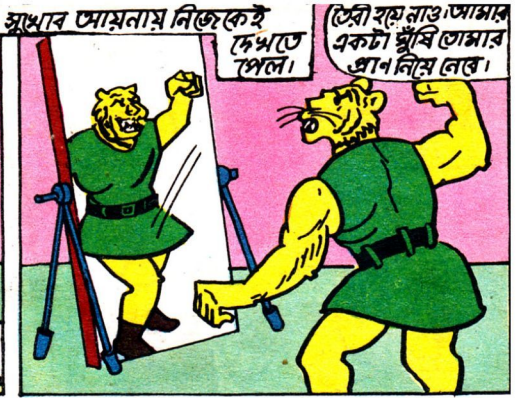
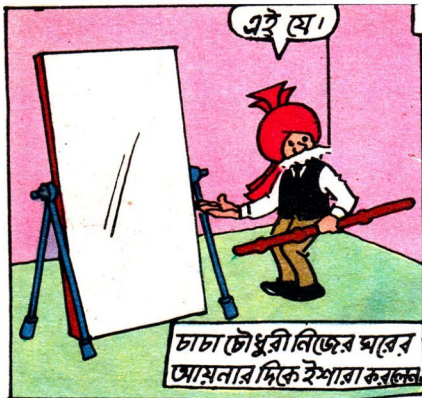
এবার আপনি যান। চোর ধরার দায়িত্ব আমার।

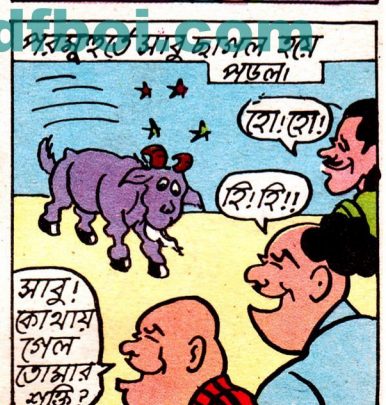
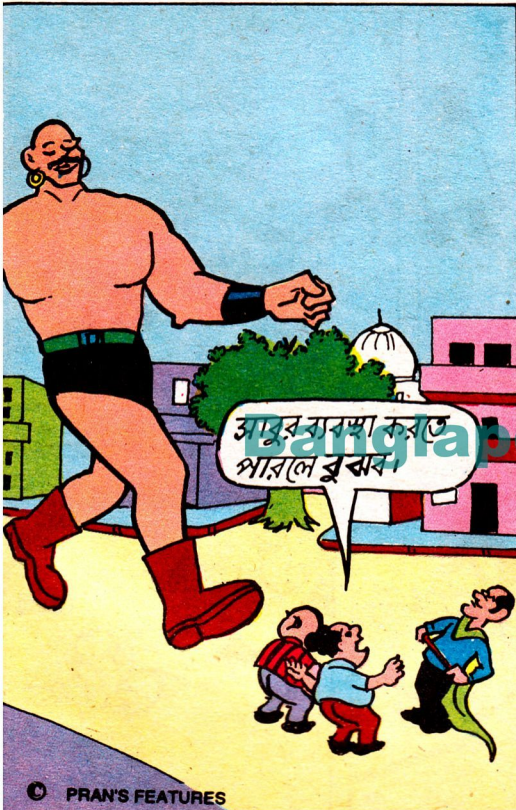
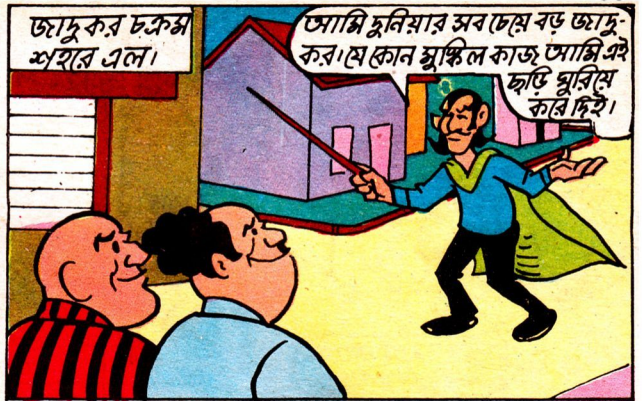


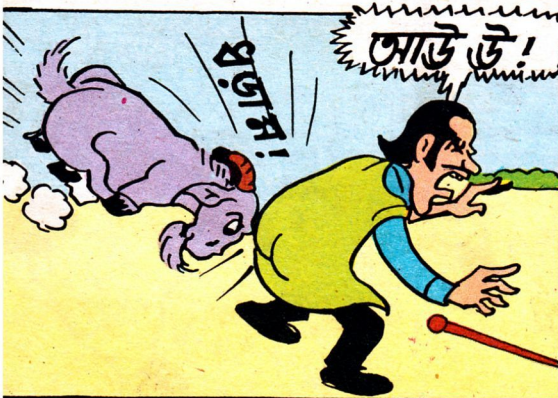
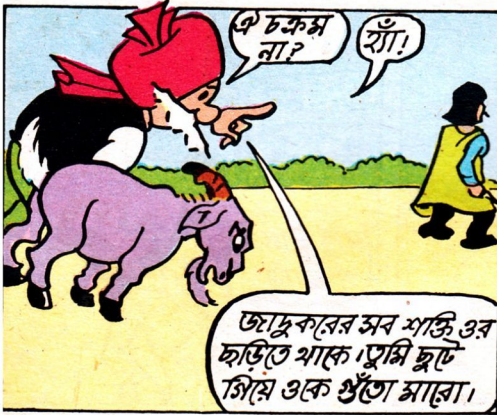
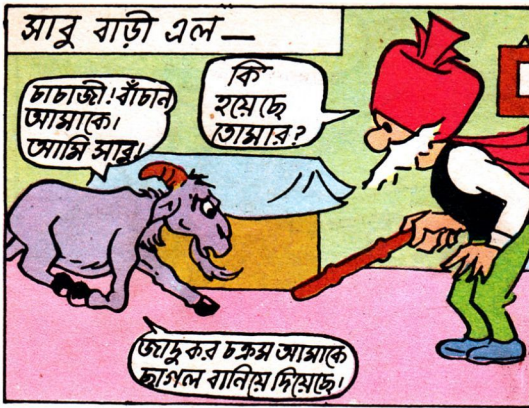




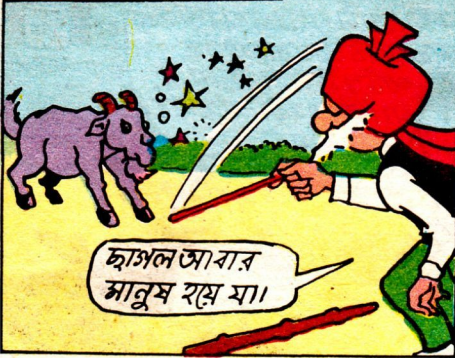




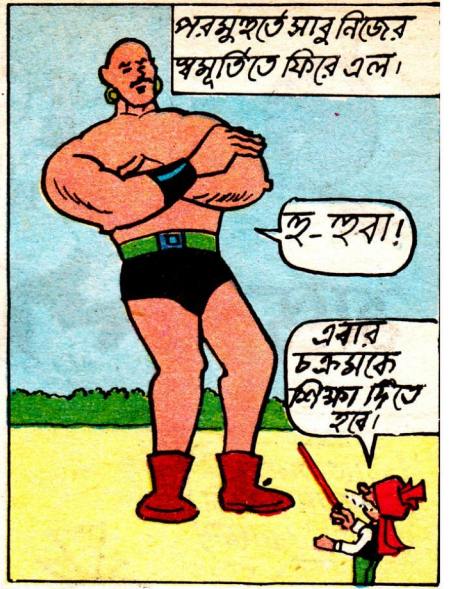




টনি ছড়ি মোরালেন-



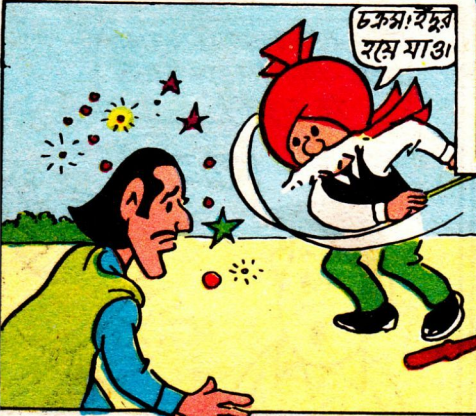
ছাগল আমার  
মানুষ হয়ে যা!



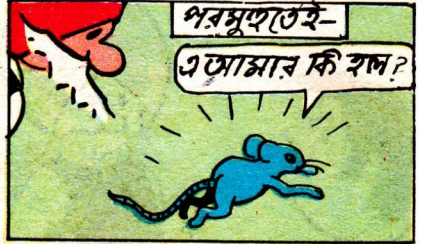
পরমুহর্তে মারু নিজের  
স্বমূর্তিতে ফিরে এল।

হু-হুবা!

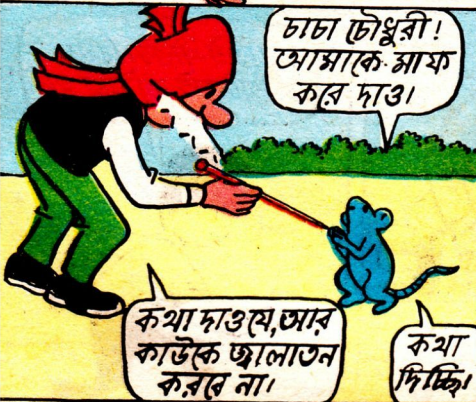
এবার  
চক্রমকে  
শিক্ষা দিতে  
হবে।



চক্রমাইদুর  
হয়ে যাও!



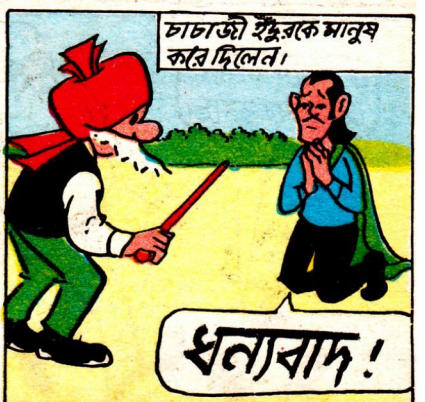
পরমুহর্তেই-  
এ আম্মার কি হল?



চাচা চৌধুরী!  
আম্মাকে মাফ  
করে দাও!

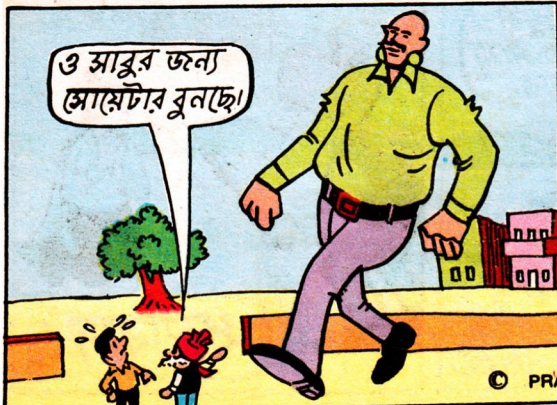
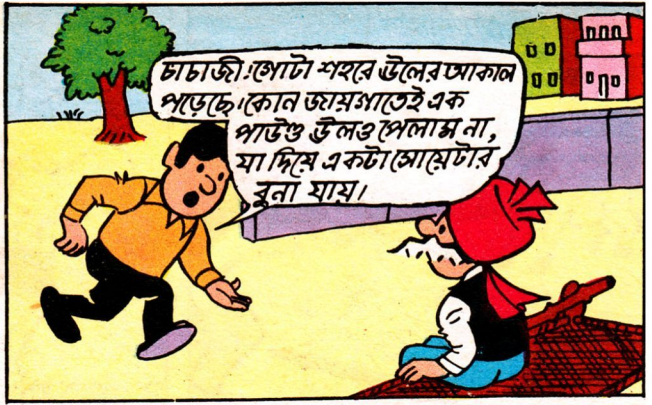
কথা দাওয়ে, আর  
কাউকে জ্বালাতন  
করবে না!

কথা  
দিচ্ছি!



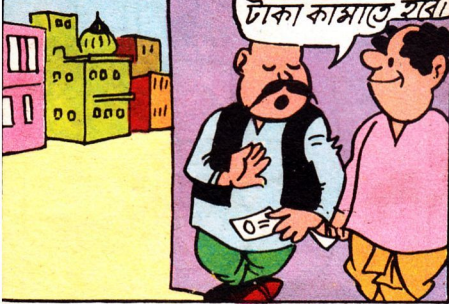
চাচাজী ইদুরকে মানুষ  
করে দিলেন।

ধন্যবাদ!

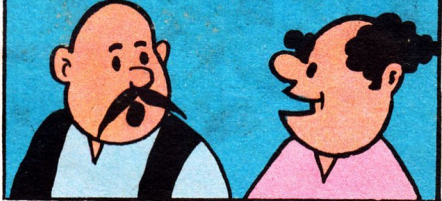


একটু ছুরে দুই টস-  
বানী সোর হাকা!

বানী! আমার কাছে  
এক টাকার নোট  
আছে। এটা দিয়ে  
টাকা কামান্ডে হবে!

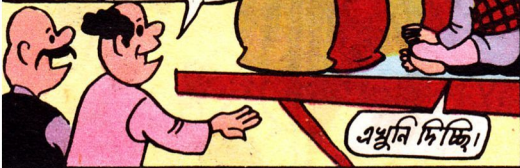


এমন কিছু করা  
উচিত, যাতে ভালমতন  
পয়সা আসে!



দু জনে শেঠ দামের  
কাছে পৌঁছল!

শেঠজী! আমার বন্ধু হাকা  
টাকা দ্বিগুণ করার মন্ত্র  
জানে। এক টাকার নোট  
বের করুন আর খেলে  
দেখুন!

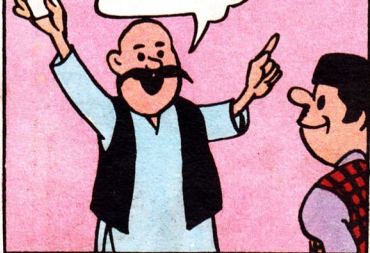


এখনি দিচ্ছি!

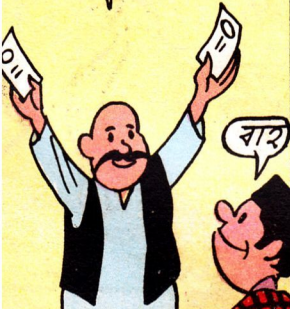
দেখুন, আমার হাতে আপনার দেওয়া  
এক টাকার নোট আছে!

হল্লা গুল্লা  
বাগড় বিল্লা!

হাঁ!



একটা থেকে দুটা নোট হলে  
গোছে!

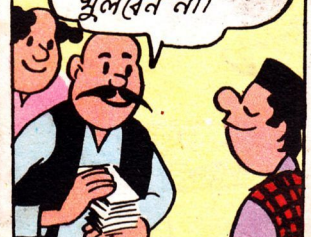


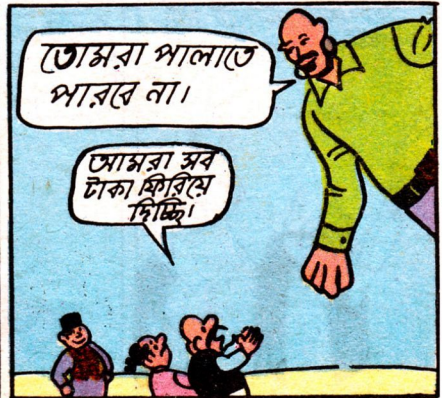
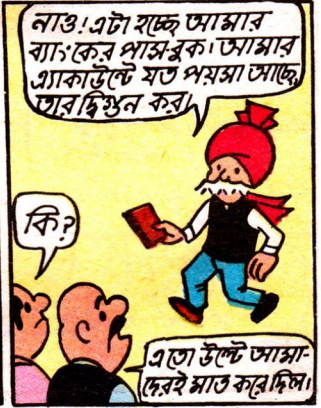
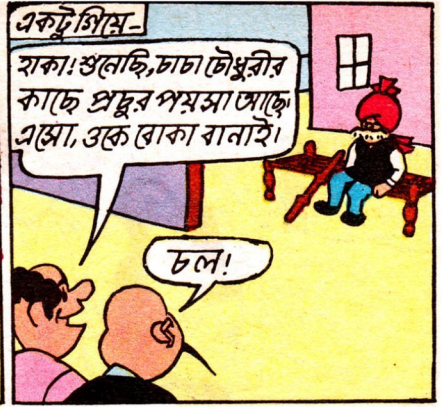
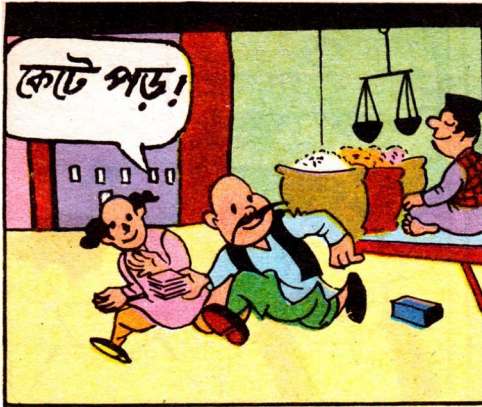
বার

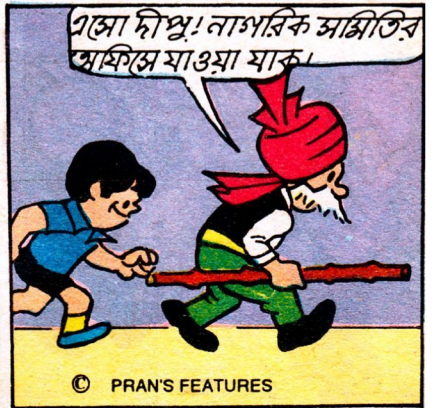
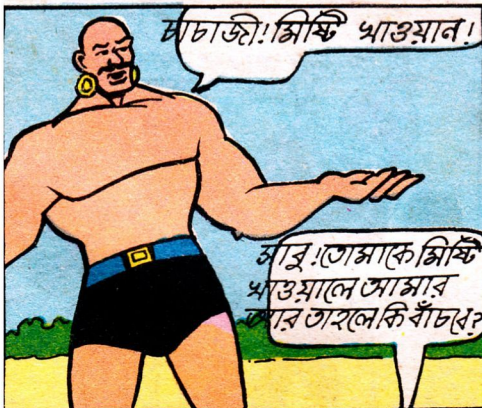
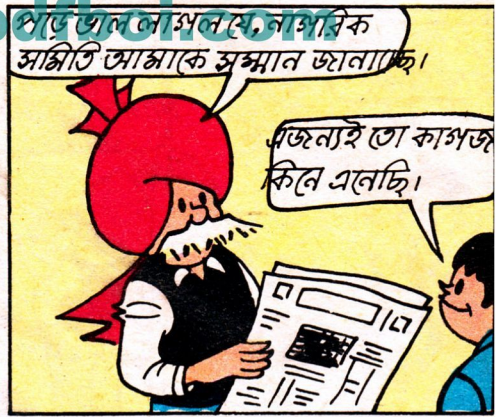
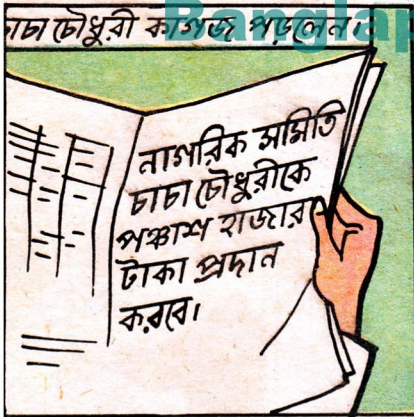
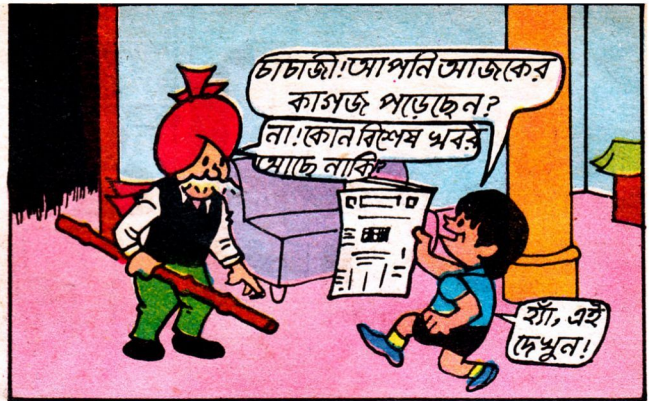
ভাই হাকা! এই নাও এক  
হাজার টাকা! একে দু  
হাজার করে দাও!

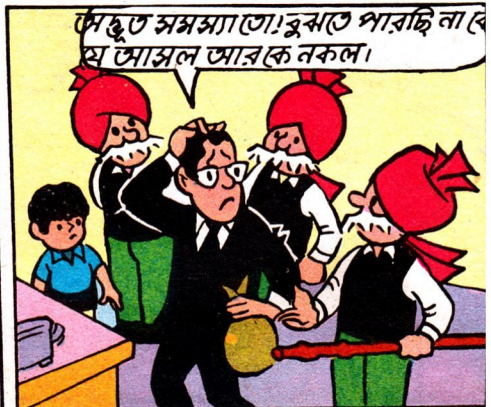
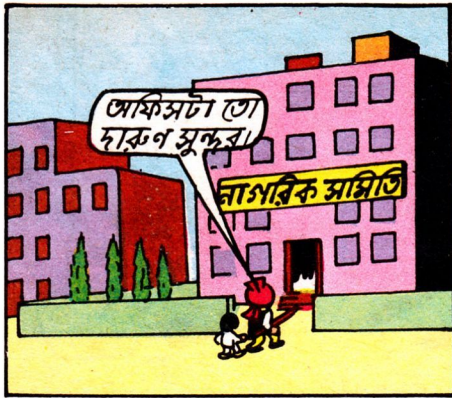


এখনি দিচ্ছি!  
হল্লা-গুল্লা বাগড়  
বিল্লা! চোখ বন্ধ করুন।  
না বলা পর্যন্ত চোখ  
খুলবেন না!



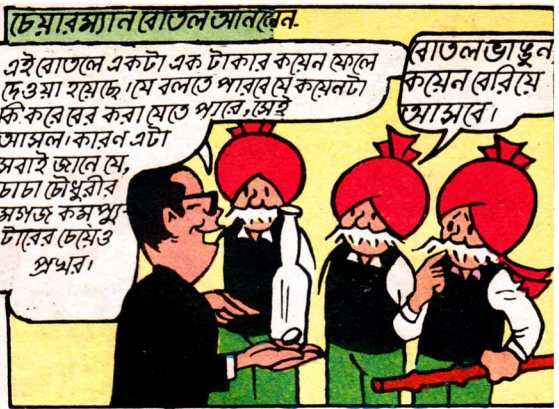








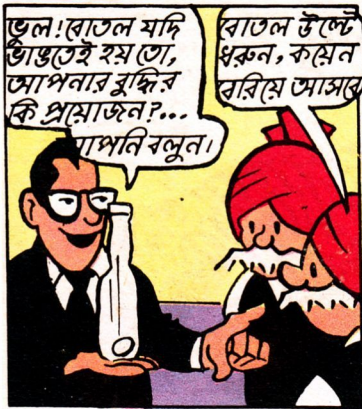
একটা আইডিয়া এসেছে।



চেয়ারম্যান বাতল আনবেন.

এই বাতলে একটা এক টাকার কয়েন ফেলে দেওয়া হয়েছে। যে বলতে পারবে সে কয়েনটা কিসের বের করা যেতে পারে, সেই আমল। কারণ এটা সবাই জানে যে, চাচা জেধুরীর মজজ কঙ্গপুটারের চেয়েও প্রখর।

বাতল ভাঙুন কয়েন বেরিয়ে আসবে।



ভুল! বাতল যদি ভাঙতেই হয় তো, আপনার বুদ্ধির কি প্রয়োজন?...

বাতল উল্টে ধরুন, কয়েন বেরিয়ে আসবে।

আপনি বলুন।



না! বাতলের মুখ ছোট আর কয়েন বড়।



এবার আপনি বলুন।



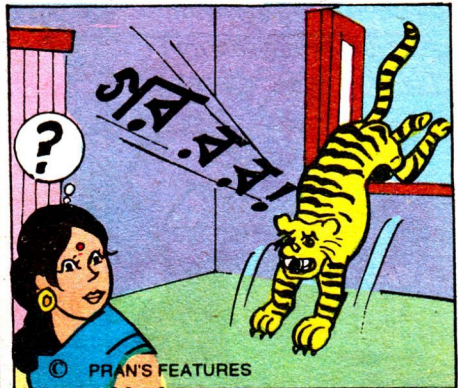
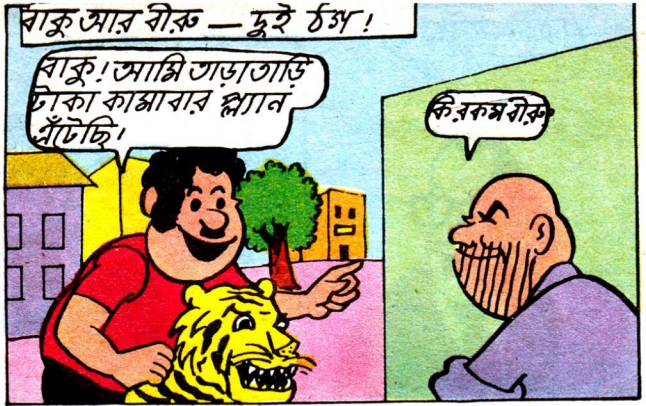
কয়েনটা যে ভাবে বাতলে ঢোকানো হয়েছে, সেভাবেই বের করা যাবে না।

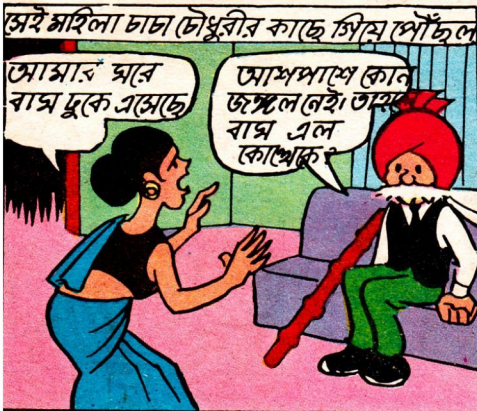
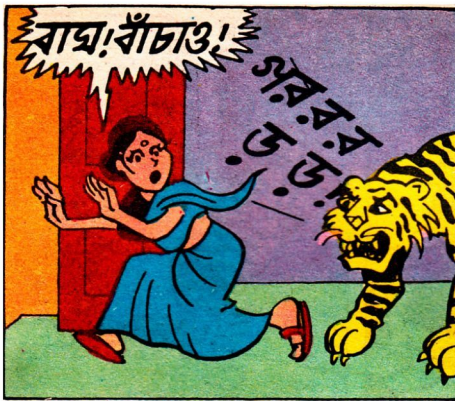


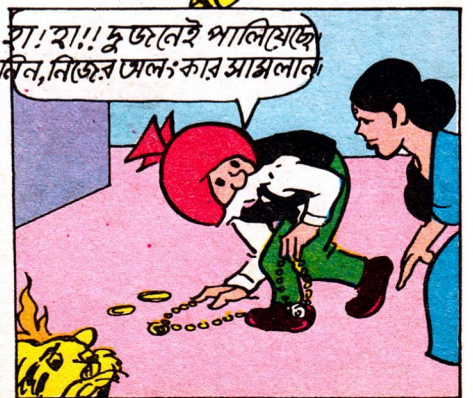
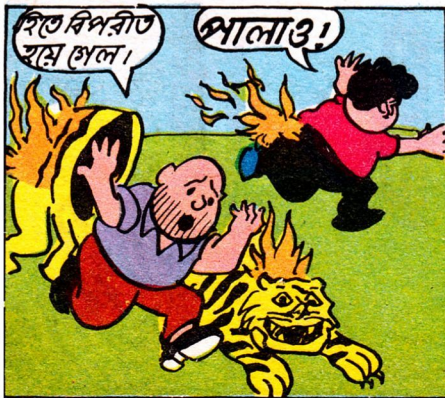
বাহ! আমল চাচা জেধুরী হিনিই। বেশ বদলালে কি হবে? বুদ্ধি তো জেধুরীর মত হতে পারে না।

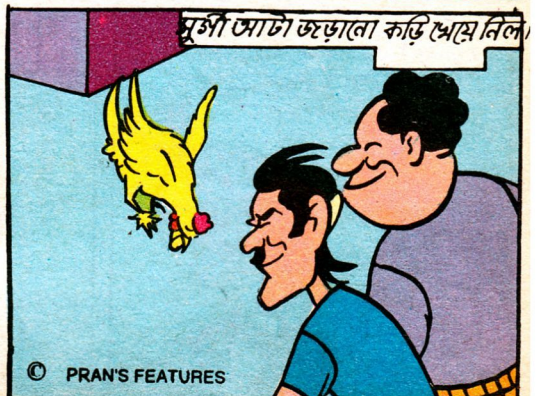
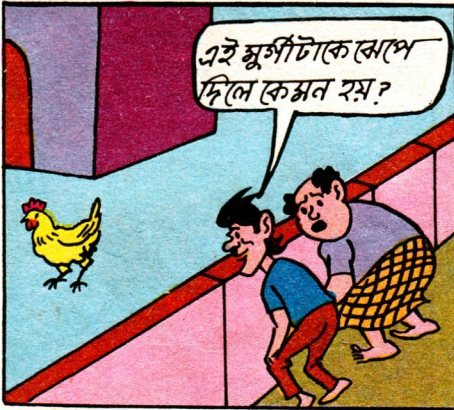
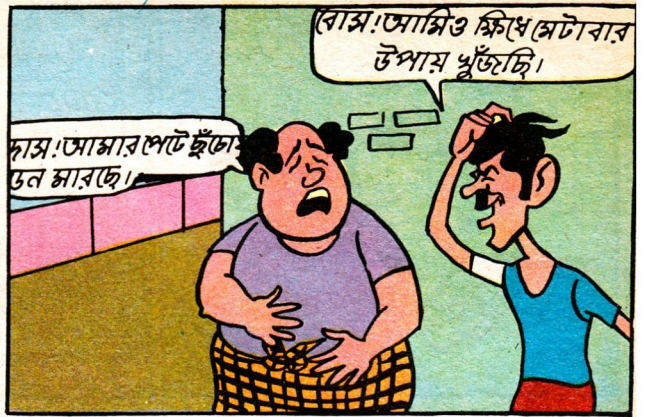


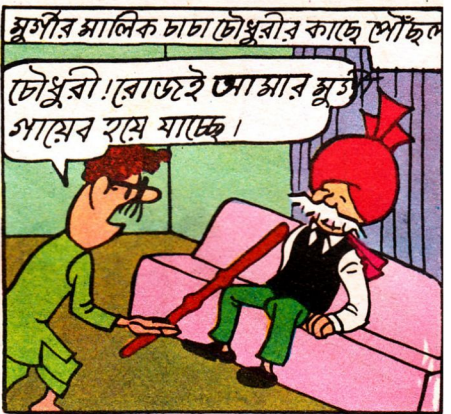
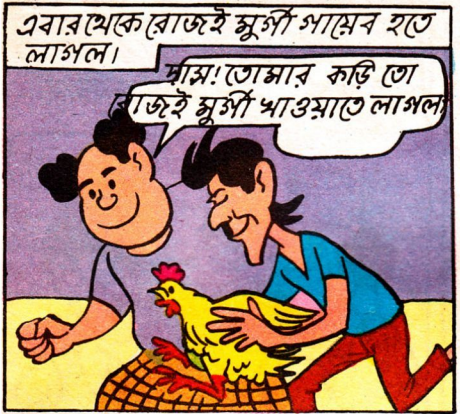
ধরা পরে গেছি! মাগুত আর গৌফ খুলে ফেলে কেটে পড়।











পারের দিন-

সোজকের  
মুগীটা বেশ  
মোটো!

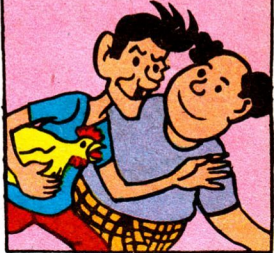
দেখছি কি?  
কড়ি ফেলা!



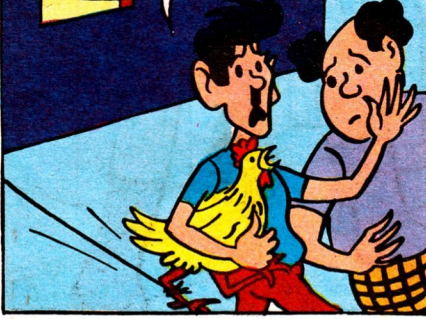
ও কড়ি খোঁয়েছি  
ধর ওকে!



কেটে পড় এবার

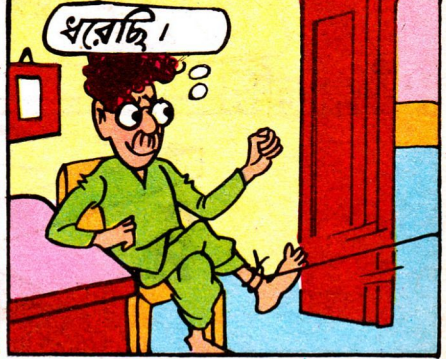


এ কি? এর পায়ে দড়ি বাঁধা!



ছড়ির অপর প্রান্ত মুগীর মালিকের পায়ে বাঁধা

ধরেছি!

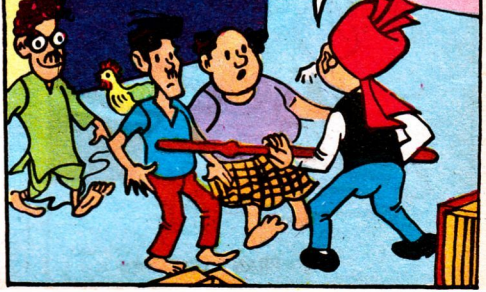


ওহো!

মুগী ফালে কেটে পড়



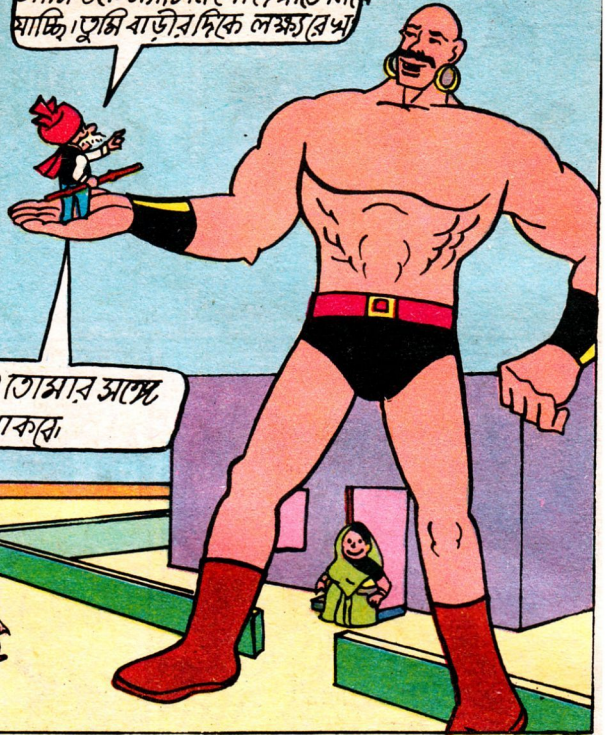
যাচ্ছ কোথায়? এতদিন মুগী  
খোঁয়েছ, এবার কিছুদিন জেলের  
শাওয়া খাব চলে!





সিনেমা  
দেখা

সাবু! গিনী ফিল্ম দেখতে চাইছে  
আমি একে ম্যাটিনিশো দেখাতে নিয়ে  
যাচ্ছি। তুমি বাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখ



দীপুও তোমার সঙ্গে  
থাকবে

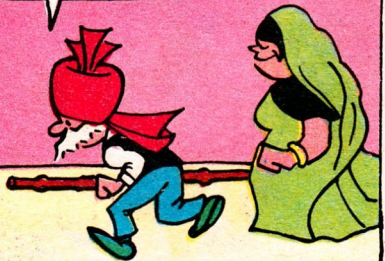


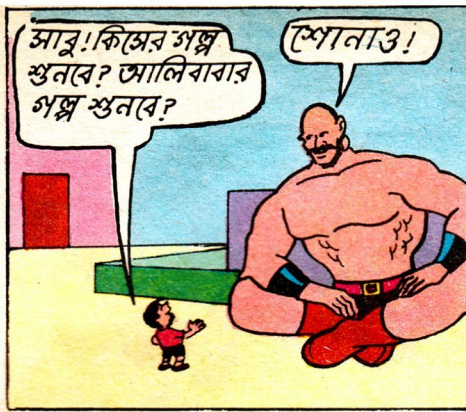
দেখ, কোন চোর  
ছাঁচের না বাড়ীতে  
দুকে পড়ে।



টা চাচ্ছি! আপনি ফিল্ম  
দেখতে যাচ্ছেন না তাঁর  
সামান্য যাচ্ছেন?  
আপনি নিশ্চিত হয়ে  
সিনেমা দেখে  
আসুন।

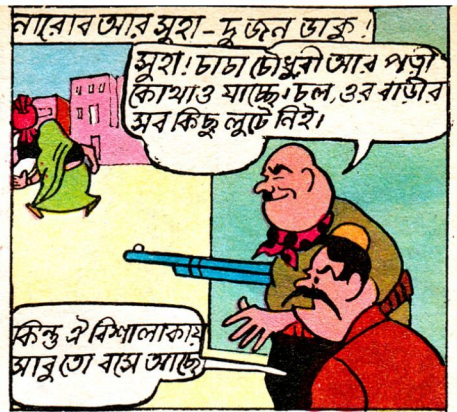
তল, গিনী! ফিল্ম শুরু  
না হয়ে যায়।





সাবু! কিম্বের গল্প  
শুনবে? আলিবারার  
গল্প শুনবে?

শোনাও!

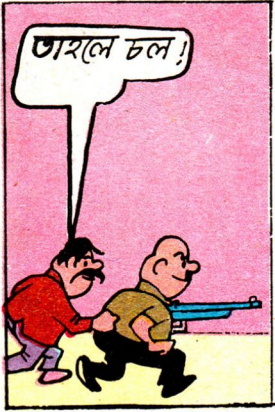


নারোব আর মুহা-দু জন ডাকু!  
মুহা! চাচা চৌধুরী আর পত্নী  
কাথাও যাচ্ছে। চল, ওর বাড়ীর  
সব কিছু লুটে নিই।

কিন্তু ঐ বিশালাকাহ  
সাবু তো বাসে আছে



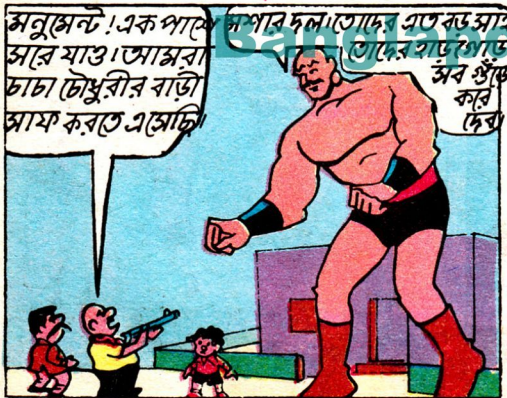
ও পাহাড়ের মত লম্বা-চওড়া  
ঠিকই, কিন্তু ওর মাথায়  
দাঁপাড়ের বুদ্ধিটুকুও নেই!



তাহলে চল!



ঠাঁয়!  
ওহা! পুলিশ  
সেঁপে আসছে। মনে হচ্ছে  
ডাকাত পড়েছে।



মনুস্কেন্ট! এক পাশে  
সারি যাও। সোমরা  
চাচা চৌধুরীর বাড়ী  
স্মাফ করত এসেছি।

সেঁপে আসছে  
তাদের হাড়ে হাড়ে  
সব গুলি  
কর  
দেব



পরিচয়! এক হস্তি  
এই ছোড়াটা মরবে।

